**হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প  উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা , বুধবার, ১৯ পৌষ ১৪১৯, ০২ জানুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

অতিথিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছরের শুরুতে ঢাকাবাসীদের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

হাতিরঝিল ও বেগুনবাড়ী খাল এবং তৎসংলগ্ন এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বৃষ্টি ও বন্যাজনিত পানি ধারন, পানি নিষ্কাশন ও নান্দনিক  সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করি।

প্রকল্পটির মূল অংশের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়েছে। আমি আশা করি, সংশোধিত প্রকল্পে আরও যেসব কাজ সংযোজিত হয়েছে তা যথা সময়ে শেষ হবে।

এ প্রকল্পে পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক, U-Loop, ব্রিজ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হচ্ছে ২৫০০ আসন-বিশিষ্ট দেশের বৃহত্তম উন্মুক্ত মঞ্চ। লেকের উভয় পাশের সার্ভিস রোড কয়েকটি স্থানে স্থানীয় রাস্তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে। যানজট দূর হবে। আধুনিক রোড নেটওর্য়াকের পাশাপাশি এ প্রকল্পে পয়ঃনিস্কাশন নেটওয়ার্ক ও পয়ঃবর্জ্য অপসারণের অত্যাধূনিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে ঝিলের পানি কোনভাবেই দূষিত হতে না পারে। ঝিলে সব স্যুয়ারেজ কানেকশন বন্ধ করা হয়েছে। গৃহস্থালির বর্জ্য যাতে বৃষ্টির পানিতে মিশে ঝিলে না আসতে পারে সেজন্য দু'টি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

সুধিবৃন্দ,

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমরা রাজধানী ঢাকার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। আমরা ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি।

ঢাকার যানজট, জলাবদ্ধতা, নদী দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রসারে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

ঢাকা শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এয়ারপোর্ট রোডের বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস ও সংযোগ সড়ক গত ২৭ ডিসেম্বর উন্মুক্ত করা হয়েছে। যানজটমুক্ত সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক।

আমরা সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ চালু করেছি। নগরবাসী এখন দৈনিক সাড়ে ২২ কোটি লিটার অতিরিক্ত সুপেয় পানি পাচ্ছেন। রাজধানীবাসীর ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণে সকল ইমারতে বৃষ্টির পানি ধারণের ব্যবস্থা রাখতে ইমরাত নির্মাণ বিধিমালা সংশোধন করা হচ্ছে।

যানজটমুক্ত ও আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কম্যুটার রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ টানেল, ঢাকা শহরের চারিদিকে রিং রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা করেছি।

২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। এটি বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার কমলাপুর, গোলাপবাগ হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে।

কুড়িল ফ্লাইওভার, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। মেট্রোরেল পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। শান্তিনগর হতে ঢাকা-মাওয়া রোডের ঝিলমিল পর্যন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ, ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকা-জামালপুর কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনে রাজউক পর্যায়ক্রমে ১ লাখ ফ্লাট নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় ইতোমধ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পে ২০ হাজার ফ্লাট নির্মাণের কাজ চলছে। পূর্বাচল ও ঝিলমিল প্রকল্পে আরও ৩০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা প্রথমবারের মত ঢাকার জন্য জিআইএস ভিত্তিক ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বা DAP অনুমোদন করেছি। ফলে নির্বিচারে জলাধার ধ্বংস বন্ধ হয়েছে। এছাড়া ঢাকার জন্য ২০১৬ সাল থেকে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত পরবর্তী ২০ বছরের জন্য DAP প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উত্তরা লেক উন্নয়নের কাজও শুরু হয়েছে। ধানমন্ডি লেক সংলগ্ন রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলছে।

গুলশান পার্ক উন্নয়ন ও কারপাকিং নির্মাণ করা হচ্ছে। মতিঝিল, দিলকুশাসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক এলাকায় কার পাকিং নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আমরা ঢাকা শহরের চারপাশের নদীর দূষণ রোধে এর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু করেছি। বুড়িগঙ্গা নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। বুড়িগঙা নদীর দূষণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এ নদী এখন জলজ প্রাণীর বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।

শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার চারপাশের নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যমুনা নদী থেকে পানি প্রবাহের প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি।

আমরা দেশের ৫৩ টি নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ১২ হাজার কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। হারিয়ে যাওয়া নৌপথ পুনরুদ্ধার করার কাজ চলছে।

আমরা সড়ক, রেল, নৌসহ যোগাযোগের সকল খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সারাদেশে সড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

 আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন সারাবিশ্বে মন্দা চলছিল। সে অবস্থার মধ্যেও আমরা নিত্যপণ্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পেরেছি।

গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে আমরা  প্রায় ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আয় করেছি।

দেশে বিনিয়োগ বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে। পোশাক রপ্তানি খাতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ। সরকারি-বেসরকারি খাতে প্রায় ৮০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৮৫০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি খাতকে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছি। দেশের ৯৯ ভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। আমরা 3G প্রযুক্তির মোবাইল চালু করেছি। সারাদেশে ৪ হাজার ৫৮২ টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে পল্লী অঞ্চলের জনগণ দ্রুত, সহজে ও স্বল্পব্যায়ে বিভিন্নমুখী সেবা পাচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে।

এখন লোডশেডিং নেই বললেই চলে। আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৬৩৫০ মেগাওয়াট। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হচ্ছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র আমাদের উত্থাপিত ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল'' সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী ‘‘অটিজম সচেতনতা'' সৃষ্টির লক্ষ্যে আরেকটি প্রস্তাব আমি গত বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করি। সেটিও এবার সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এ এক বিরল সম্মান। বিশাল অর্জন।

সুধিমন্ডলী,

বুড়িগঙ্গার তীরে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ঢাকা মহানগরীর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আমরা আগামী  প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা মহানগরী গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি ঢাকার পরিবেশ ও নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি নগরবাসীকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

এ প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।